ভূমিকা

মানুষের মনের অদম্য ভাব-কল্পনা, আবেগ-অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয় সাহিত্য, শিল্প। সেই আদিমকাল থেকে নিত্যনতুন সৃষ্টির খেলায় মেতেছে মানুষ। সাহিত্যে-শিল্পে-ভাস্কর্যে ছড়িয়ে রয়েছে তার অমূল্য সব নিদর্শন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে সব নিদর্শন আমরা পাই প্রাচীনকালে লোকমুখে সৃষ্ট ছড়ায়-গল্পে-উপকথায়-রূপকথায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও সূচনা সেই লোকসাহিত্যের মাধ্যমেই। দেখা যায়, লোকসাহিত্যের মধ্যে শিশুর চিত্তবিনোদনের বহু অমূল্য সম্পদ সংগুপ্ত রয়েছে। বাংলা শিশুসাহিত্যের আত্মপ্রকাশ সেখানেই। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাস সুসমৃদ্ধ। তা যেমন প্রাচীন, তেমনই সুবিস্তৃত। লিখিত আকারে সাহিত্যরূপ পাবার অনেক আগে থেকেই তার সূচনা ঘটে গেছে। ক্রমশ মুদ্রণশিল্পের প্রসারে, যুগ ও জীবনের বিবর্তনের ধারায় এই সাহিত্যধারা একটা পরিণত, পরিশীলিত ও আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

শিশুসাহিত্য লেখা হয় মূলত ছোটদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। তবে উৎকৃষ্ট সাহিত্যে তাদের মনের সুষ্ঠু বিকাশের দিকটিও সংগুপ্ত থাকে। আমরা জানি, শিশু ও কিশোরদের জন্য পৃথক ধরনের সাহিত্য লেখা হয়। অবশ্য সবক্ষেত্রে এই পৃথকত্ব সুচিহ্নিত নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শিশু এবং কিশোরদের জন্য লেখা সাহিত্য, যাকে ছোটদের সাহিত্য বলা হয়, সেই সাহিত্যের বিবর্তনের ধারাটিকে আমরা ধরার চেষ্টা করেছি। লক্ষ করেছি, উনিশ শতকে শিশু-কিশোরপাঠ্য নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে দ্রুত এই সাহিত্যধারা বিচিত্র শাখাপ্রশাখায় বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। বিষয়, আঙ্গিক, অলংকরণ সবক্ষেত্রেই একটা ধারাবাহিক পরিবর্তন আসতে থাকে। তা ক্রমশ বিকশিত ও মঞ্জরিত হয়ে ওঠে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে। এসময় রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-নৈতিক নানান অস্থিরতা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার, মিডিয়ার ব্যাপক প্রভাব — সব মিলে একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলতে থাকে সমস্ত মানবসভ্যতা। স্বাভাবিকভাবেই তার ছায়া পড়েছে সাহিত্যে, বিশেষ করে ছোটদের সাহিত্যে। বিজ্ঞান, বৈদ্যুতিক মাধ্যমগুলির প্রসারে ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে কল্পনার লাগামহীন মুক্ত জগৎ। বিজ্ঞানের আলোয় মুছে যায় রূপকথার সেই রহস্যময় আলো-আঁধারির স্বপ্নলোক। শুরু হয় নতুন চিন্তা ভাবনা। সৃষ্টি হয় নতুন নতুন বিষয়। বদলে যায় তার প্রায়োগিক দিকটাও। অলংকরণেও আসে বৈচিত্র্য। অবশ্য এই সাহিত্যকর্মের সবটুকুই যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠে নি। তবে পরিস্থিতির জটিল আবর্তে কিছু সীমাবদ্ধতা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তৈরি হলেও সার্বিকভাবে এক গতিশীল প্রবাহ অব্যাহত। নতুন নতুন গতিপথে প্রবহমান।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গসহ সমস্ত ভারতবর্ষের সামাজিক প্রেক্ষিত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে পরিবেশ পরিমণ্ডল। এই জটিল পারিপার্শ্বিকতায় আমাদের শিশু-কিশোর সমাজ বিচলিত, বিভ্রান্ত। অথচ তারাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রধান স্তম্ভ। দেশের ও সমাজের প্রকৃত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শিশু-কিশোরদের উপযোগী গল্প-ছড়া প্রভৃতি সৃজনমূলক রচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিশু-কিশোর সাহিত্যিক সেই কারণেই বড় স্রষ্টা, মহৎ শিল্পী। আমরা লক্ষ করেছি, বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক গভীর মমতায়, আন্তরিকতায়, অনলস প্রচেষ্টায় ছোটদের সাহিত্যধারাকে সমৃদ্ধ করে তোলার কাজে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের হাত ধরেই সময়ের স্রোতে এই সাহিত্যধারা অনেক বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব লাভ করেছে। ছোটবেলা থেকেই এই সাহিত্যরসের স্বাদ আমাকে তৃপ্ত করেছে, মুগ্ধ করেছে। পরে নতুনভাবে তার স্বাদগ্রহণে আরো বিস্মিত হয়েছি, রোমাঞ্চিত হয়েছি। ক্রমশ এই সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য

ও গড়ন-প্রকরণ সম্পর্কে কৌতূহল অনুভব করেছি। সেই দুর্বলতার কারণে গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকেই বেছে নিয়েছি। তাছাড়াও লক্ষ করেছি, বাংলা ছোটদের সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা-গবেষণা হলেও বিভিন্নজন এই সাহিত্যের সামগ্রিক পর্যালোচনার অভাবের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। সেদিক থেকেও এই বিষয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা অনুভব করেছি।

লক্ষ করার বিষয়, অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের ছোটদের সাহিত্য ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগমনের পথের বাঁকে বাঁকে যা কিছু নূতনত্বের দিশারী, সুন্দর, শিল্পময় এবং বিবর্তনের পরিচয়বাহী, আমরা বিশেষভাবে তার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনায় পর্যায়ক্রমে শিশু-কিশোর সাহিত্যের সংজ্ঞা-স্বরূপ নির্ধারণ, সূচনাপর্ব থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত সাহিত্যের আলোচনা ও পরিবর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তার বিবর্তনের নানা সূত্র বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে সূচনাকাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বিশিষ্ট কিছু পত্র-পত্রিকা ও সংকলন-সম্পাদিত গ্রন্থের ধারাবাহিক তালিকাও এখানে উল্লেখিত হয়েছে। একাজে আমরা বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বানানবিধি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

এই কাজে বহু বিশিষ্ট গুণীজনের কাছ থেকে প্রচুর সুপরামর্শ লাভ করেছি। আমার গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ ও পরামর্শ পেয়েছি। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে এ কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। বহু বিশিষ্ট শিশুসাহিত্য আলোচক, গবেষক, রচয়িতা মূল্যবান তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে আমার কাজকে সুগম করে তুলেছেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সহ কলকাতা, বর্ধমান প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে, জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীমতী নমিতা মুখার্জী (বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক), শ্রী অসীম মুখার্জী (গ্রন্থাগার তথ্য-আধিকারিক), বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগারের শ্রীভবতোষ তপাদার (গ্রন্থাগারিক) বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন। এঁদের আন্তরিক আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে, উৎসাহ যুগিয়েছে। পাশাপাশি সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত বহু গ্রন্থাগার থেকেও অনেক বইপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। এছাড়া পত্র-পত্রিকা সংকলন-সম্পাদিত গ্রন্থের বহু প্রাসঙ্গিক তথ্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্নজনের কাছ থেকে পেয়েছি। বিশেষভাবে 'আনন্দমেলা'র শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'শুকতারা'-র শ্রীশান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সন্দেশ'-এর শ্রীঅমিতানন্দ দাশ, 'মৌচাক'-এর শ্রীসুমিত সরকার প্রমুখের কাছ থেকে সরাসরি পত্রিকা-বিষয়ে বহু তথ্য জানতে পেরেছি। আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান, গণশক্তি প্রভৃতি পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করতে পেরে আমার আলোচনাকে তথ্যনিষ্ঠ করে তুলতে পেরেছি। এঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। পরিশেষে, 'কম্পিউটার জোন'-এর শ্রীরতন শর্মা যে আন্তরিকতায় আমার গবেষণাপত্রটি দ্রুত মুদ্রণের কাজে সাহায্য করেছেন, তাও বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

বর্ধমান
০৮.১২.২০০৫

মহুয়া ভট্টাচার্য